অধ্যায় - ২৫

১) দামু আন্না কাসার - আহমদনগরের তুলো ও ধানের ব্যবসা
২) আম্রলীলা, প্রার্থনা।

যিনি অকারণেই অন্যদের উপর দয়া করেন, সমস্ত প্রাণীদের জীবন ও আশ্রয়দাতা এবং যিনি পরমব্রহ্মের পূর্ণ অবতার- সেই মহান যোগীরাজের চরণে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এবার এই অধ্যায় আরম্ভ করছি।

শ্রীসাইয়ের জয় হোক্। তিনি সন্ত চূড়ামণি, সমস্ত শুভ কার্য্যের উদ্‌গম স্থান, আমাদের আত্মারাম ও ভক্তদের আশ্রয়দাতা। আমরা শ্রীসাইনাথের চরণ বন্দনা করি, যিনি নিজের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্ত করে নিয়েছিলেন।

শ্রী সাইবাবা সর্বদাই করুণায় পরিপূর্ণ। আমাদের শুধু তাঁর চরণকমলে দৃঢ় ভক্তি অর্পণ করা উচিত। যখন ভক্তের বিশ্বাস দৃঢ় ও ভক্তি পরিপক্ক হয়, তখন তার মনোরথও শীঘ্রই পুরণ হয়ে পড়ে। হেমাডপন্তের যখন 'সাই চরিত্র' ও সাই লীলা রচনা করার তীব্র উৎকণ্ঠা হয়, তখন বাবা তক্ষুনি সেটা পূরণ করে দেন। ওঁকে স্মৃতি-পত্র ইত্যাদি একত্রিত করতে বলা হতেই হেমাডপন্তের মধ্যে স্ফূর্তি, বুদ্ধি, শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা আপনা-আপনিই উদয় হয়। উনি নিজেই স্বীকার করে বলেছেন- "সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রী সাইয়ের শুভাশীর্বাদ ফলেই এই কঠিন কাজটি পুরো করতে সমর্থ হতে পেরেছি। তাই এই পবিত্র গ্রন্থ 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' আপনারা পেয়েছেন।" এটি একটি নির্মল স্রোত বা চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়, যার থেকে সর্বদা সাই-লীলারূপী অমৃত ঝরছে, যাতে পাঠকগণ মন ভরে সেটা পান করতে পারেন। যখন ভক্ত পূর্ণ অন্তঃকরণ দিয়ে শ্রী সাইবাবাকে ভক্তি করতে শুরু করে, তখন বাবা তার সমস্ত কষ্ট এবং দুর্ভাগ্য দূর করে স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন। আহমদনগরের শ্রী দামোদর সাঁওলরাম রাসনে কাসারের নিম্নলিখিত কাহিনী এই সত্যেরই প্রমাণ।

দামু আন্না ঃ-

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, এই মহাশয়ের কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিরডীতে রাম নবমী উৎসবের প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি ১৮৯৬ সাল নাগাদ শিরডী আসেন। সে সময় রামনবমীর উৎসব সবে শুরু হয়েছিল। তবে থেকেই উনি

একটি জরির সুন্দর ধ্বজা এই উপলক্ষে উপহার রূপে দিতেন এবং ভিখিরীদের ভোজন করাতেন।

দামু আন্নার ব্যবসা ঃ-

১) তুলোর ব্যবসা -

দামু আন্নাকে বম্বের ওঁর এক বন্ধু লেখেন যে আন্নার সাথে উনি তুলোর ব্যবসা (ভাগের কারবার) করতে চান, যাতে প্রায় দুলক্ষ টাকার লাভ হওয়ার আশা আছে। ১৯৭৫ সালে শ্রী নরসিংহ স্বামীকে দেওয়া এক বক্তব্যে দামু আন্না জানান যে, বম্বের এক দালাল তুলোর এই ব্যবসার প্রস্তাব রাখে এবং পরে অংশীদারত্ব থেকে হাত ঝেড়ে ওঁর উপরই সব ভার দেওয়ার ফন্দিতে ছিল ('ভক্তদের অভিজ্ঞতা' ভাগ ১১ পৃষ্ট ৭৫ অনুসারে)। দালালটি লিখে ছিল যে, ব্যবসাটা অতি উত্তম এবং ক্ষতি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই- এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত থেকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। দামু আন্নার মন দু দিকেই দুলতে লাগল। স্বয়ং কোন কিছু নির্ণয় করার সাহস তাঁর হচ্ছিল না। তাই বাবার ভক্ত হওয়ার দরুণ সমস্ত বিবরণ দিয়ে শামাকে একটা চিঠি লিখে পাঠান, যাতে বাবাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করেন। চিঠিটি শামা পরের দিন পান এবং দুপুরে মস্‌জিদে বাবার সামনে রাখেন। শামার কাছে বাবা চিঠির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উত্তরে শামা বলেন- "আহমদনগরের দামু আন্না কাসার আপনার অনুমতি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "ও এই চিঠিতে কি লিখছে? ওর পরিকল্পনাটা কি? আমার তো মনে হচ্ছে ও আকাশ ছুঁতে চাইছে। যা কিছু ও ভগবৎ কৃপায় পেয়েছে তাতে ও সন্তুষ্ট নয়। আচ্ছা, চিঠিটা পড়ে শোনাও।" শামা বলেন- "আপনি এক্ষুনি যা-যা বললেন, সেটাই চিঠিতে লেখা আছে। হে দেব! আপনি এখানে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে থাকেন আর ওদিকে ভক্তদের উদ্বিগ্ন করে তোলেন। ওরা যখন অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন আপনি ওদের আকর্ষিত করে কাউকে প্রত্যক্ষরূপে তো কাউকে পত্র দ্বারা এখানে টেনে আনেন। আপনি যখন চিঠির তাৎপর্য্য জানেনই, তখন আমায় সেটা পড়তে চাপ দিচ্ছেন কেন?" বাবা তখন বলেন- "শামা তুমি চিঠিটা তো পড়ো। আমি তো যা-তা বলি। আমায় কে বিশ্বাস করে?" তখন শামা চিঠিটা পড়েন এবং বাবা সেটা মন দিয়ে শুনে চিন্তিত হয়ে বলেন- "আমার মনে হচ্ছে যে শেঠ (দামু আন্না) পাগল হয়ে গেছে। ওকে লিখে দাও যে, ওর বাড়ীতে কোন অভাব নেই। তাই অর্দ্ধেক রুটিতেই সন্তুষ্ট হয়ে লাখের চক্কর থেকে ওঁর দূরে থাকা উচিত।" শামা উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, দামু আন্না খুবই উৎসুক

হয়ে লাখ টাকা কামানোর যে স্বপ্ন দেখছিলেন সেটা ভেঙ্গে ধূলিস্নাৎ হল। ওঁর তখন একবার এও মনে হয় যে, বাবার কাছে পরামর্শ চেয়ে উনি ভুল করলেন। শামা চিঠিতে ইঙ্গিত করেছিলেন যে- "দেখা ও শোনাতে তফাৎ আছে। তাই ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই শিরডী এসে বাবার সঙ্গে দেখা করো।" তাই ব্যক্তিগত ভাবে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। কিন্তু বাবার সামনে ব্যবসার কথা তুলতে সাহস হচ্ছিল না। উনি মনে-মনে স্থির করেন- "যদি বাবা কৃপা করেন তাহলে লাভের থেকে খানিকটা অংশ বাবাকে অর্পণ করব।" যদিও এই কথাটি দামু আন্না বড়ই গুপ্ত ভাবে নিজের মনেই রেখেছিলেন, তবুও ত্রিকালদর্শী বাবার কাছে কিছু লুকোন থাকতে পারে কি? বাচ্চা তো মিষ্টি চায় কিন্তু মা ওকে তেঁতো ওষুধ দেন, কারণ মিষ্টি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য মা তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তেঁতো ওষুধই খাইয়ে দেন। বাবাও এক দয়ালু মায়ের মতন। তিনি নিজের ভক্তের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত জানতেন। তাই তিনি দামু আন্নার মনের কথা বুঝে বলেন, "বাপু, আমি নিজেকে এই বৈষয়িক ব্যাপারে জড়াতে চাই না।" বাবার অনিচ্ছা জেনে দামু আন্না এই পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেন।

২) শষ্যের ব্যবসা -

এরপর উনি গম, চাল ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন। বাবা ওনার এই পরিকল্পনার কথা জেনে ওঁকে বলেন- "তুমি টাকায় ৫ সের কিনে ৭ সের বিক্রী করবে।" তাই উনি এই ব্যবসার মৎলবও ছেড়ে দেন। কিছু সময় পর্যন্ত তো অন্নের দাম বাড়তে থাকে এবং মনে হয় যে বাবার ভবিষ্যবাণী বোধহয় ভুল হল। কিন্তু দু-এক মাস পরই সব জায়গায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, ফলে অন্যের দাম হঠাৎ পড়ে যায় এবং যারা অন্ন সংগ্রহ করে রেখেছিল তাদের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়। কিন্তু দামু আন্না এই বিপদ থেকে বেঁচে যান। বলা বাহুল্য যে, ঐ দালালটি অন্য একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলোর ব্যবসায় নামেন এবং তাতে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বাবা দুবার ওঁকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন দেখে দামু আন্নার সাই চরণে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বাবার দেহরক্ষা কাল পর্যন্ত এবং তারপরও দামু আন্না একজন সত্যকার ভক্ত হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

আম্রলীলা ঃ-

একবার গোয়ার এক মামলৎদার (নাম - রালে) শামার নামে প্রায় ৩০০ টা-

আমের পার্শেল শিরডী পাঠান। পার্শেল খোলাতে প্রায় সব আমই ভালো বেরোয়। ভক্তদের এগুলি বিতরণ করার দায়িত্ব শামাকে দেওয়া হয়। তার মধ্যে থেকে বাবা চারটে আম দামু আন্নার জন্য আলাদা করে বার করে রেখে দেন। দামু আন্নার তিনটি স্ত্রী ছিল। কিন্তু দামু আন্না নিজের বক্তব্যে জানিয়েছেন যে তাঁর দুটিই স্ত্রী ছিল। সন্তানহীন হওয়ার দরুণ অনেক জ্যোতিষীদের কাছে এই সমস্যার সমাধানের খোঁজে যান। নিজেও জ্যোতিষ বিদ্যা অধ্যয়ন করে জানতে পারেন যে, ওঁর কুষ্ঠীতে এক পাপ গ্রহ থাকার দরুণ এই জীবনে ওঁর সন্তানসুখের কোন যোগ নেই। কিন্তু বাবার চরণে তো ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। পার্শেল পাওয়ার প্রায় দু-ঘন্টা পর বাবার পূজো-অর্চনা করার জন্য উনি মস্‌জিদে আসেন। ওঁকে দেখে বাবা বলেন- "লোকেরা আমের জন্য ঘোরা-ঘুরি করছে, কিন্তু এগুলি তো দামুর। ওই খাবে আর মরবে।" এই শব্দগুলি শুনে দামু আন্নার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রাপাত হয়। কিন্তু মহালসা পতি (বাবার এক ভক্ত) দামু আন্নাকে বোঝান যে এখানে মৃত্যুর তাৎপর্য্য হল অহংকারের বিনাশ এবং বাবার চরণে হলে এইটি হবে পরম আশীর্বাদ। তখন উনি আম ক'টি খেতে রাজী হন। তাতে বাবা বলেন- "এগুলি তুমি খেও না, বরং তোমার ছোট বউকে খেতে বলো। এই আমের প্রভাবে উনি চারটি পুত্র ও চারটি কন্যা জন্ম দেবেন।" এই আজ্ঞায় শিরোধার্য্য করে দামু ঐ আম নিয়ে গিয়ে নিজের ছোট বৌকে দেন। শ্রী সাইবাবার লীলা ধন্য, যিনি ভাগ্য বিধান পাল্টে সন্তান-সুখ প্রদান করেন। বাবার সত্য হয়, জ্যোতিষীদের নয়। মহান আশ্চর্য্যের কথা এই যে সমাধিস্থ হওয়ার পরও তাঁর প্রভাব আগের মতনই আছে। বাবা বলেছিলেন- **"আমি চলে গেলেও, আমার হাড় তোমাদের আশা ও বিশ্বাস জোগাবে। শুধু আমিই নয় আমার সমাধিও কথাবার্তা বলবে, চলবে ফিরবে এবং যারা অনন্যভাবে আমার শরণাগত হবে তাদের মনের আশা পূরণ করবে। আমি তোমাদের ছেড়ে দূরে চলে যাবো ভেবে নিরাশ হয়ো না। আমার হাড়ও ভক্তদের কল্যাণ চিন্তা করবে। হৃদয় দিয়ে আমায় বিশ্বাস করো, তবেই তোমাদের লাভ হবে।"**

প্রার্থনা ঃ-

একটি প্রার্থনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায় সমাপ্ত করছেন।

"হে সাই সদ্‌গুরু। আপনার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আমরা যেন কখনো আপনার অভয় চরণ না ভুলি। আপনার শ্রীচরণ কখনো যেন আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়। আমরা এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে এই সংসারে অত্যধিক দুঃখী।

এবার দয়া করে আমাদের এই চক্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার করুন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-পদার্থের দিকে আকর্ষিত হয়। সেগুলিকে বাহ্য প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে, অন্তর্মুখী করে আমাদের আত্ম-দর্শনের যোগ্য করে তুলুন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী প্রবৃত্তি এবং চঞ্চল মনের উপর অঙ্কুশ না থাকলে আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব নয়। শেষ সময় আমাদের পুত্র-মিত্র কেউ কোন কাজে আসবে না। হে সাই! আমাদের তো একমাত্র আপনিই সহায় যিনি আমাদের মোক্ষ ও আনন্দ প্রদান করবেন। হে প্রভু! আমাদের যুক্তি-তর্কের বদ অভ্যাস এবং অন্য কু-প্রবৃত্তি গুলিকে নষ্ট করে দিন। আমাদের জিভ যেন সব সময় আপনার নাম স্মরণেরই স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। হে প্রভু, আমাদের ভালো-মন্দের সব বিচার নষ্ট করে দিন। এমন কিছু করুন যাতে আমাদের শরীর ও গৃহের প্রতি আসক্তি না থাকে। আমাদের অহংকার যেন নির্মূল হয়ে যায় ও আপনার নাম ছাড়া আর বাকী সব যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। আমাদের মনের অশান্তি দূর করে তাকে স্থির ও শান্ত করুন। হে সাই! আপনি যদি আমাদের হাত নিজের হাতে নিয়ে নেন তাহলে অজ্ঞানরূপী রাতের আবরণ শীঘ্রই সরে যাবে এবং আপনার জ্ঞানের আলোয় আমাদের জীবন আনন্দে ভরে উঠবে। এই যে আপনার লীলামৃত পান করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি এবং যেটি আমাদের অখণ্ড নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে দিয়েছে - এ আপনারই কৃপা ও আমাদের গত জন্মের শুভ কর্মের ফল।"

বিশেষ ঃ- এই প্রসঙ্গে শ্রী দামু আন্নার লিখিত বিবৃতি থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে- 'একবার যখন আমি অন্য লোকেদের সাথে বাবার শ্রীচরণে বসেছিলাম, আমার মনে দুটো প্রশ্ন ওঠে। বাবা দুটিরই জবাব দিয়েছিলেন।"

১) যে জনসমূদায় শ্রী সাইয়ের দর্শন করতে শিরডী আসে, তারা সবাই-ই কি লাভান্বিত হয়? এর উত্তরে বাবা বলেন- "ঐ আম গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো- কত মুকুল। যদি সব আমের মুকুলগুলিই ফল হত তাহলে তো আমের গণনাই হতে পারবে না। কিন্তু তা হয় কি? কিছু যদি বা ফল হয় তো তার মধ্যে থেকে কতকগুলি ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই ভাবে অল্প কিছু ফলই গাছে পাকতে পারে।

২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার নিজের বিষয় ছিল। বাবার নির্বাণের পর আমি একেবারেই নিরাশ্রিত হয়ে যাবো, তখন আমার কি হবে? এর উত্তরে বাবা বলেন, **"যখন এবং যেখানে তুমি আমায় স্মরণ করবে, আমাকে তোমার কাছেই পাবে।"** এই শপথ উনি ১৯১৮ সালের আগেও রেখেছেন এবং পরেও রেখেছেন- আজও রেখে যাচ্ছেন। এই কথা ক'টি বলেছিলেন ১৯১০-১১ সালে। সেই সময় আমার ভাই আমার থেকে

আলাদা হয়ে যায় এবং আমার বোন মারা যায়। আমার বাড়ীতে চুরি হয় ও পুলিশ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছিল। এই সব ঘটনাগুলি আমায় পাগল করে দিয়েছিল।"

"আমার বোনের মৃত্যু আমায় শোকাকুল করে তোলে। বাবার কাছে যেতে তিনি আমায় নিজের মধুর উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। আপ্পা কুলকর্ণীর বাড়ীতে 'পুরণপোলী' খেতে পাঠান এবং আমার কপালে চন্দন লাগিয়ে দেন।"

"গয়নার সিন্দুক থেকে আমার বৌয়ের 'মঙ্গলসূত্র', 'নথ' ইত্যাদি আমারই তিরিশ বছর পুরানো বন্ধু চুরি করে। আমি বাবার ছবির সামনে খুব কাঁদি। তার পরের দিনই সেই লোকটি স্বয়ং গয়নার সিন্দুক আমায় ফিরিয়ে ক্ষমা চায়।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।